গুপ্তযুগ-কে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের "সুবর্ণ যুগ" বলা যায় কি?

উঃ~ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ ছিল এক গৌরবময় অধ্যায়। সাম্রাজ্যের বিস্তার, উন্নত প্রশাসন, আর্থিক উন্নতি, শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের অগ্রগতি, প্রভৃতি দিকগুলি বিচার করে বহু ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' বলেছেন। ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্তযুগকে প্রাচীন গ্রিসের 'পেরিক্লিসের যুগ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রাজনৈতিক ঐক্য : গুপ্তরাজাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি স্কন্দগুপ্তের সময় পর্যন্ত ভারতে কোনো বড় বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেনি।

উন্নত শাসনব্যবস্থা : গুপ্তরাজারা ছিলেন জনকল্যাণকামী, প্রজাহিতৈষী, ~~[illegible]~~ ধর্মসহিষ্ণু এবং তারা জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান জানাতেন। তারা দণ্ডসমতা এবং আইনসমতার মাধ্যমে এক উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেন। চিনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায়, গুপ্তযুগে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গুপ্তযুগে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুপ্তযুগের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

সাহিত্যের বিকাশ : গুপ্তযুগে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। বহু খ্যাতনামা ~~কি~~ সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক ত্রিপাঠী ~~ঐ~~ গুপ্তযুগকে ইংল্যান্ডের এলিজাবেথের

যন্ত্র"-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটে। কালিদাসের মেঘদূতম, রঘুবংশম প্রভৃতি কাব্য ও নাটক, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সাহিত্য গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করে, এযুগেই বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র যেমন যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতি রচিত হয়, পাণিনি, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমিন প্রমুখ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ এই সময় বহু ব্যাকরণ ও অলংকার বিষয় গ্রন্থ লেখেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতি : গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। স্থাপত্যের মধ্যে অজন্তা, ইলোরা ও উদয়গিরির গুহামন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেমনই সাঁচি স্তূপ, দেওঘরের দশাবতার মন্দির প্রভৃতির মধ্যমে নতুন মন্দির নির্মাণ রীতির বিকাশ ঘটে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে হিন্দু দেবদেবী ও বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সারনাথ, অমরাবতী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের বুদ্ধমূর্তি এই সময়কার উন্নত ভাস্কর্যের পরিচয় দেয়। তেমনই বারানসী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানেও ভাস্কর্য তৈরি হয়েছিল। চিত্রকলার ক্ষেত্রে অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতি : গুপ্তযুগে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছিল। গণিতে শূন্যের ব্যবহার গুপ্ত যুগে প্রচলিত হয়, আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্তযুগের অন্যতম বিজ্ঞানী। তার লেখা সূর্যসিদ্ধান্ত ও দশগীতিকাসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তেমনই বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ অবদান রাখেন। তার বৃহৎ-সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা

ছিল বিখ্যাত গ্রন্থ। এই সময় চিকিৎসাবিদ্যায় ধন্বন্তরি ও বাগভট্ট বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান: গুপ্তযুগের রাজারা একাধারে ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু এবং অন্যদিকে তাদের হাতে হিন্দুধর্ম নতুন রূপ পেয়েছিল। এইসময় শিব, বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি দেবতার উপাসনা শুরু হয়। এই যুগে মূর্তি-পূজা ও তন্ত্রধর্মের প্রচলন হয়। তাই বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ও ভারততাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলার গুপ্তযুগকে হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধারের যুগ বলে অভিহিত করেছেন, তবে, এইক্ষেত্রেও ভুললে চলবেনা যে সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, এরা ছিলেন যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী এবং গুপ্তযুগে কোন ধর্মের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার হয়নি।

অর্থনৈতিক উন্নতি: গুপ্তযুগে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ থাকত। ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প এইসময় বিশেষ উন্নতি লাভ করে, জলপথ ও স্থলপথে বানিজ্যের উন্নতি অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করেছিল।

গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ না বলার পক্ষে যুক্তি:

ডি.ডি. কোশাম্বী, ডি.এন. ঝা প্রমুখ ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলার বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে—:

- গুপ্তযুগে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটলেও তা কেবল সমাজের উচ্চস্তরের

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

- সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলনা। লোকে টাকার অভাবে কড়ি ব্যবহার করত।
- গুপ্তযুগে নারীদের অবস্থার অবনমন ঘটে, সমাজে ~~জাতি~~ জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহপ্রথা, অস্পৃশ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- ভূমিদান প্রথার উদ্ভবের ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়, যে উন্নতি সবার জন্য নয় তা সমাজের সর্বস্তরের বিকাশ ~~করতে~~ করতে পারেনা।

তাই ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা বলেন যে, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলা গেলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তা কোনভাবেই বলা চলেনা।।

Why is the Gupta Age called the Golden Period?

Ans: Gupta Empire ruled major parts of India from approximately 320 to 550 C.E. Popular rulers were Chandragupta, Samudragupta and Chandragupta II or Vikramaditya. It was an era of unique glory. It was an age of all-round creative activity in every sphere of human life i.e. in arts, letters, sciences, etc. That is why, its often called the 'Golden Age' in the History of Ancient India.

Major developments in the Gupta period :-

1) Political administration reached new heights during the Gupta Era.

Law and order was maintained. Land revenue was low (approx. 1/6th of the produce). Justice was delivered and Fa-Hein (Chinese traveller) states that capital punishment was not given at all.

2) Strong trade ties were made making the region very prosperous and lucrative. Agriculture improved with irrigation work.

3) The region became a cultural and economic hub. Nalanda University was founded by Kumaragupta I.

4) Hinduism acquired its present shape during Gupta Age. Mahabharata & Ramayana were canonised during this period. Bhagvatism and Buddhism became popular. But not to forget the Kings were tolerant towards all religions.

5) Gupta period marks the beginning of Indian Temple Architecture. Kankali Devi temple, Dasavatara Temple, Vishnu and Varaha Temple at Eran, etc. all were constructed during this period.

6) Kalidas, Sudraka, Vishakhadatta, Amarsimha, etc. made great contribution in the literature.

7) Painting and art reached its zenith during this period. Ajanta and Ellora cave paintings were made during this time.

SAMSUNG
Galaxy M30

8) Aryabhatta made immense contributions to science and technology during this period.

9) The industries flourished at this time which directly kept the treasury full with internal and external trade (eg. Gupta coins).

Inspite of all these positive traits some historians like D.D. Kosambi, D.N. Jha and Ramsharan Sharma is quite reluctant in claiming the Gupta Age as golden age, and their arguments are —

- the first example of Sati came during this period.
- the condition of women deteriorated. Women enjoyed lesser freedom as compared to past. Pardah/Ghoonghat system is believed to have originated in India during this period.
- Fa-hein reported the prevalence of untouchability. Antyajas were considered impure, the Chandals and Charmakkaras were considered outcasts.

Due to prevalence of Sati and untouchability and also also due to lack of mass-upliftment in the society and politics historians are against calling Gupta Age the Golden Era.

SAMSUNG
Galaxy M20